রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় যৌথ মানবিক সাড়াদান

কক্সবাজার | ১৮ এপ্রিল ২০২১

ISCG Inter Sector Coordination Group

নেওয়ার জন্য স্কোপ কার্ড ব্যবহার করছেন। © আইওএম

গত ২২ মার্চ ২০২১, কক্সবাজারের তিনটি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ভয়াবহ আগুন লাগার তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকার ৪৮,৩০০ ব্যক্তির জরুরি চাহিদা পূরণের জন্য একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।

শরণার্থীদের নিরাপদ পানি, চিকিৎসা সহায়তা, রান্নাঘরের সরঞ্জামাদী, রান্নার জন্য লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), অস্থায়ী আশ্রয়ণ এবং মনোঃসামাজিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বর্ষার আগে এবং কক্সবাজার জেলায় ক্রমবর্ধমান কোভিড-১৯ কেইসের সাড়াদেনর মধ্যেই, সরকার এবং সহায়তা সংস্থাগুলি যত দ্রুত সম্ভব আশ্রয় স্থল এবং সুবিধাগুলির পুনর্গঠন নিশ্চিত করতে একসাথে কাজ করে চলেছে

আগুনের ঘটনার মূল পরিসংখ্যান

৩ ক্যাম্প ক্ষতিগ্রস্ত

১০,০০০ পরিবার আশ্রয়ণ সংকটে

৪৮,৩০০ জন সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত

মানবিক সাড়াদানের প্রধান উদ্দেশ্য

১. সহায়তা করা

অগ্নিকান্ডের ফলে তাৎক্ষণিক, জীবন রক্ষাকারী চাহিদা থাকা অসহায় ব্যক্তিদের।

২. পুনরায় নির্মান

ও মেরামত করা; সেগুলো যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যাতে অসহায় মানুষের জন্য মৌলিক সেবা পুনরায় চালু করা

৩. প্রস্তুতি নেওয়া

এবং ক্যাম্পগুলোতে অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থা উন্নত করা।

ক্যাম্পে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আনুমানিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হার (ইউএনএইচসিআরের ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসের তথ্য অনুসারে)

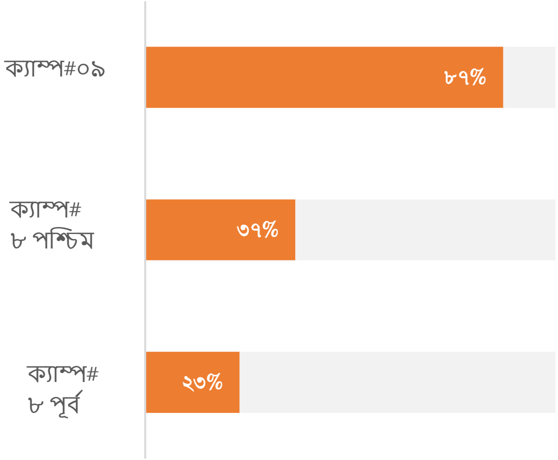

সাড়াদানের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ

সাইট ব্যবস্থাপনা সাইট উন্নয়ন সেক্টর

সেক্টর কো-অর্ডিনেটর: কেরি ম্যাকক্রম smcxb.coord@gmail.com

- সাইট ম্যানেজমেন্ট অংশীদাররা অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করার পাশাপাশি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে মানবিক সহায়তার সাথে যুক্ত করতে, অভিযোগ এবং সাড়াদান পরিচালনা করতে, এবং ক্যাম্পইন চার্জ (সিআইসি) ও তার টিমকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করছে।
- আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি তাদের মূল ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছেন। ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৫,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী তাদের মূল ক্যাম্পের বাইরে বসবাস করছেন।
- সাইট পরিকল্পনাকারীরা শিক্ষা সেক্টরের অংশীদারাদর সাথে সমন্বয় করছেন এবং সমন্বিতভাবে পরিষেবা সরবরাহের জন্য সেন্টারগুলি পুনরায় পরিকল্পনা এবং যুক্তিযুক্ত করার জন্য সুরক্ষা সমস্যাগুলি সমাধান করছেন।
- সাইট ম্যানেজমেন্ট অংশীদাররা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাগুলোর পুনর্নির্মাণের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে কেন্দ্রগুলি যৌক্তিক করার দিকে সুস্পষ্ট এবং কার্যকর পরিকল্পনার জন্য সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের জড়িত এবং সমন্বয় করে চলেছে।
- শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কার্যালয় বাংলাদেশ সরকার এবং মানবিক সহায়তা সংস্থার মাধ্যমে ক্যাম্প ৮ডব্লিউ এবং ক্যাম্প ৯-এ সড়ক নির্মাণের অনুমোদন করেছে।

স্বাস্থ্য সেক্টর

সেক্টর কো-অর্ডিনেটর: ডঃ এগমন্ড এভারস; coord_cxb@who.int

- ১৬ ই এপ্রিল, তুরস্কের ফিল্ড হাসপাতাল, যা আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল, সেটি মূল হাসপাতাল থেকে ২৪ঘন্টা জরুরী সেবা প্রদান শুরু করে। পূর্বে প্রদত্ত তুর্কি ফিল্ড হাসপাতালের অন্যান্য সকল পরিষেবা এখন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ফিল্ড হাসপাতালে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোসামাজিক সহায়তায় অভিজ্ঞ সংস্থাগুলি মনোবিজ্ঞানীদের দিয়ে সামনাসামনি ইংরেজি এবং বাংলাতে কাউন্সেলিং চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়া প্রথম সারির কর্মীদের জন্য হটলাইন পরিচালনা করছে।
- আগুন লাগার পর থেকে, ১৬৩ জন কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী ক্যাম্প ৮ই, ৮ডাব্লু এবং ৯ ও তার আশেপাশে কমিউনিটি হেলথ রেসপন্স জোরদারের পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক নজরদারি বাড়াতে কাজ করছেন। এই কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:
  - ৫৭,৭২০ রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবার (৮৪,২৪৩ জন ব্যক্তি) অগ্নি সুরক্ষা বিষয়ক বার্তা পেয়েছেন;
  - তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে এমন ৩,৯০৯ রোগীদের সনাক্ত করা হয়েছে যাদের মোবাইল মেডিকেল টিম/স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে রেফার করাহয়েছে; এবং
  - অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া যুক্ত ব্যক্তিদের সনাক্ত করা হয়েছে, মৌখিক রিহাইড্রেশন সরবরাহ করা হয় এবং মোবাইল মেডিকেল টিমের কাছে রেফার করা হয়েছে।
- চারটি মোবাইল মেডিকেল টিম (এমএমটি) ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে সহায়তা করে। শিখনসমূহ জানতে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালভাবে প্রস্তুতির জন্য এমএমটি মোতায়েনের উপর একটি পর্যালোচনা চলছে।

খাদ্যনিরাপত্তা সেক্টর

সেক্টর কো-অর্ডিনেটর: মার্টিনা আইনিজোতো; martina.iannizzotto@wfp.org

- রান্নাঘরের সেট এবং লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)বিতরণের পরেযা শরণার্থীদের তাদের নিজস্ব খাবার রান্না করতে সক্ষম করে, আগুন-ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি তাদের মাসিক এপ্রিল ই-ভাউচার সহায়তা পরিশোধ করে এবং নিয়মিত খাদ্য সহায়তা প্রোগ্রামিংয়ে পুনরায় একীভূত করা হয়েছে। এর ফলে ১২ এপ্রিল থেকে গরম খাবারের ব্যবস্থা বন্ধ রাখা হয়।
- খাদ্যনিরাপত্তা সেক্টরের সংস্থাগুলো ২২ মার্চ থেকে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১, ৪,০০,০০০ গরম খাবার (মধ্যাহ্নভোজন এবং রাতের খাবার) বিতরণ করেছে। নতুন করে রান্না করা খাবার সরবরাহের জন্য ক্যাম্পলিতে এবং তার আশেপাশে গরম খাবারের রান্নাঘর স্থাপন করা হয়েছে।
- খাদ্যনিরাপত্তা সেক্টরের সংস্থাগুলি গরম খাবার বিতরণের পরিপূরক হিসাবে ৬০,০০০ এরও বেশি শুকনো খাবার/স্ন্যাকস বিতরণ করেছে।
- ক্যাম্প ৯, ৮পূর্ব এবং ৮পশ্চিম-এর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে এখন নতুন করে স্কোপ কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে,[1] রান্নাঘরের কিট, স্বাস্থ্যবিধি কিট, ফেস মাস্ক এবং মর্যাদাকিটও দেওয়া হচ্ছে।
- খাদ্যনিরাপত্তা, ওয়াশ এবং স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা এজেন্সিগুলি একটি জরুরী সাড়াদান সেটিংয়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি খসড়া যৌথ গাইডেন্স নোট তৈরি করেছে, যা আগুনের সাড়াদান থেকে শিখনগুলো থেকে তৈরি করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে উদ্ভূত জরুরী অবস্থার সাড়াদানকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে পারে।
- আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলিতে বর্তমানে একটি যৌথ পরিবেশগত মূল্যায়ন চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত কাম্প থেকে নমুনা এবং তথ্য সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে আগুনে পুড়ে যাওয়া গাছের ক্যাটালগ।
- আগুনে-প্রভাবিত কাম্পগুলির জন্য পরিবেশ এবং দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনের সুপারিশগুলি উল্লেখ করে একটি এডভোকেসি নোট তৈরি করা হয়েছে।

পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সেক্টর

সেক্টর কো-অর্ডিনেটর: ড্যামিয়ান সিল : dseal@unicef.org
আসিফ আরাফাত: washsecco-cox@bd-actionagainsthunger.org

---

[1] স্কোপ হল ডব্লিউএফপি'সুবিধাভোগী তথ্য এবং স্থানান্তর ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম।

- যখন ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলির সাড়াদান নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, ওয়াশ সেক্টরের অংশীদাররা যেখানে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত শরণার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেখানে অস্থায়ী ওয়াশ সুবিধা বজায় রেখে সহায়তা প্রদান করে চলেছে।
- ক্যাম্প ৯-এ, আগুনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ৭১ শতাংশ ল্যাট্রিন এবং ৭৬ শতাংশ গোসলখানা এখন কার্যকর।
- ক্যাম্প ৯-এ ওয়াশ অংশীদারদের দ্বারা পরিচালিত একটি মূল্যায়নে দেখা যায় যে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে প্রায় ২.৪টি পানি রাখার পাত্র রয়েছে। এজেন্সিগুলি প্রতিটি পরিবারকে অতিরিক্ত ১০ লিটার জেরিকান এবং ১৫ লিটারের অ্যালুমিনিয়াম কলসি সরবরাহ করবে ।
- আইওএম ও ক্যাম্প ৯-এর অংশীদারদের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সম্ভবত মেরামতের সময় ১৩ শতাংশ গভীরনলকূপ দূষিত হয়েছে। শক ক্লোরিনেশন (দূষিত টিউবে ক্লোরিনের ওভারডোজ-কূপ এবং তারপর পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত জলের পাম্পিং) সমস্যাটি প্রতিকারের জন্য অংশীদাররা কাজ করে।
- খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র গুলো থেকে থেকে জৈব বর্জ্য অন্যান্য ক্যাম্পের কম্পোস্টিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওয়াশ সেক্টরের অংশীদাররা ড্রেন থেকে বর্জ্য নিষ্কাশনের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

আশ্রয়ন ও নন-ফুড আইটেম (এনএফআই) সেক্টর

সেক্টর কো-অর্ডিনেটর: কারোলিনা ব্র্যাচ sheltercxb.coord@gmail.com
কো-কো-অর্ডিনেটর: এ.জে.এম মাজহারুল ইসলাম sheltercxb.coord1@gmail.com

- আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারগুলি মধ্যে ১৪,৭৪৩ টি রান্নাঘরের সেট বিতরণ করা হয়েছে যেখানে প্রত্যেকের চারটি করে মাস্ক দেওয়া হয়েছে (ক্যাম্প ৮পূর্বে ১,৩৮০টি, ক্যাম্প ৮পশ্চিমে ৬,৩২৭ টি এবং ক্যাম্প ৯-এ ৭,০৩৬টি)।
- আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারের মধ্যে ১৪,৭৪৩ টি স্কোপ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে (ক্যাম্প ৮পূর্বে ১,৩৮০, ক্যাম্প ৮পশ্চিমে ৬,৩২৭টি এবং ক্যাম্প ৯-এ ৭,০৩ ৬টি)।
- শরণার্থীদের জন্য পোশাক এবং বিছানার জিনিসপত্র বিতরণ চলছে। আগুন লাগার পর থেকে ক্যাম্প ৮-পশ্চিমের ২০০টি পরিবার, ক্যাম্প ৮পূর্বের১,০০০ টি পরিবার এবং ক্যাম্প ৯-এর ২৬২৫ পরিবারকে পোশাক এবং বেডিং সরবরাহ করা হয়েছে।
- আরআরআরসি অফিস আশ্রয়ণ পুনর্গঠনের জন্য মৌলিক নীতি শেয়ার করেছে এবং সেক্টর ও আইওএমকে নকশা অঙ্কন সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেছে, যা আরআরআরসির সাথে শেয়ার করা হয়েছে এবং অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

সুরক্ষা সেক্টর

সেক্টর কো-অর্ডিনেটর: হারুনো নাকাশিবা nakashib@unhcr.org
শিশু সুরক্ষা উপ-খাত: ক্রিসি হেইস krhayes@unicef.org
লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা উপ-খাত: চাচা মাইসোরি chacha <chacha@unfpa.org>

- গত সপ্তাহে, ২০জন সুরক্ষা কর্মী এবং নয় জন স্বেচ্ছাসেবকসহ পাঁচটি আন্তঃসংস্থা সুরক্ষা দল ৩২১৯ শরণার্থীকে মানসিক প্রাথমিক চিকিৎসা এবং/অথবা মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করেছে।
- উপরন্তু, প্রটেকশন ফোকাল পয়েন্ট এবং প্রকেটশন ইমার্জেন্সি রেসপন্স ইউনিটস ক্যাম্পে ১ডাব্লু, ২ই, ৬, ৮ডব্লিউ, ৯, ১১ এবং কুতুপালং নিবন্ধিত সিএবং সুরক্ষা কাউন্সেলিং (প্রধানত নিবন্ধন এবং আইনি বিষয়ে) ৬৩৪ শরণার্থীকে সহায়তা করে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য পরিষেবা সরবরাহ করে এবং ৪৩৩ শরণার্থীকে পরিষেবা সরবরাহকারীদের কাছে প্রেরণ করে।
- সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট এবং পেরু মানসম্মত বার্তার মাধ্যমে সাধারণ এবং সুরক্ষা বিষয়ক তথ্যসহ ২৯২০ ব্যক্তির কাছে পৌঁছেছে। শরণার্থীরা আশ্রয়স্থলগুলির পুনর্গঠনে বিলম্বের কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় এবং বর্ষার মরসুমের কারণে; পর্দার মতো সঠিক পোশাকের অভাবে জেন্ডার সম্পর্কিত ঝুঁকি বাড়ছে, যা নারী ও মেয়েদের চলাচলকে সীমিত করছে; এবং আরও অস্থায়ী সুরক্ষা কেন্দ্রর প্রয়োজন যেখানে মহিলা শরণার্থীদের জন্য সহজ এবং নিরাপদ অ্যাক্সেস রয়েছে।
- আগুনের সাড়াদানে সম্প্রদায় ভিত্তিক সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে। ক্যাম্প ৯-এর সুরক্ষা অংশীদাররা ৫১ জন কমিউনিটি আউটরিচ সদস্যকে (৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন নারী) আগুনের সাড়াদানের অংশ হিসাবে বিভিন্ন সুরক্ষাসম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। যেমন খাদ্য বিতরণ বা এলপিজি বিতরণে সহায়তা; আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকগুলিতে পরিষেবা ম্যাপিং; পরিষেবাউপলব্ধতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ফিডব্যক সংগ্রহ করতে সাইট মনিটরিং দলকে সহযোগিতা করা; এবং সুরক্ষা সেক্টরের অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা; প্রয়োজন হলে, পরিষেবা সরবরাহকারীদের নির্দিষ্ট ব্লকের লোকেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।
- সাহায্য সংস্থা যারা বয়স এবং প্রতিবন্ধী ওয়ার্কিং গরুপের অংশ তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ক্যাম্পে ৮ডাব্লু এবং ৯-এর বয়স্ক ব্যক্তিদের স্ক্রিনিং এবং সনাক্ত করার কাজটি অব্যাহত রেখেছে। এদিকে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন এবং সহায়ক ডিভাইসগুলির জরুরি চাহিদা পূরণের জন্য ক্যাম্প ৮ইতে একটি মূল্যায়ন চলছে। পুনর্বাসন, মনোসামাজিক সহায়তা এবং রেফারেল ছাড়াও ৭ থেকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে মোট ২০৭টি সহায়ক ডিভাইস সরবরাহ করা হয়।
- আগুনে নথি হারানো বাংলাদেশী পরিবারগুলোর জন্য আইনগত পরিচয় এবং জমি সম্পর্কিত নথি প্রতিস্থাপনের জন্য পরামর্শ ও আইনি সহায়তার বিষয়ে সহায়তা সংস্থাগুলো একটি আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি সাড়াদান পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা চূড়ান্ত করছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুসারে, হাউজিং, জমি ও সম্পত্তি সম্পর্কিত উত্তেজনা ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিশু সুরক্ষা সাব-সেক্টর (সিপিএস)

- শিশু সুরক্ষা সেক্টরের অংশীদাররা মোবাইল এবং স্থিতিশীল শিশু বান্ধব কেন্দ্র এবং বহুমুখী শিশু ও কিশোর কেন্দ্র অফার করছেন যার মাধ্যমে শিশুদের অনুভূতি, মৌলিক মনোসামাজিক সহায়তা, বিনোদন এবং খেলার সুযোগ থাকে। বর্তমানে নয়টি অস্থায়ী শিশু বান্ধব কেন্দ্র এই সেবাগুলি সরবরাহ করে।
- আগুনে প্রভাবিত হোস্ট সম্প্রদায় এবং ক্যাম্পগুলিতে কমিউনিটি ভিত্তিক কাঠামোগত এবং মৌলিক মনোসামাজিক সহায়তা ছোট গ্রুপ এবং বাড়িরমাধ্যমে শিশু সুরক্ষা অংশীদারদের দ্বারা মনোসামাজিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ৭ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত, ৩,১৬১ শিশু (১,০৫৪ মেয়ে এবং ১,৬৫৭ ছেলে) এই সাড়াদানগুলোর মাধ্যমে মনোসামাজিক সহযোগিতা পেয়েছে।
- আগুনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কেয়ারগিভারদের মনোসামাজিক সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে।
- শিশু সুরক্ষা সেক্টরের সংস্থাগুলি আন্তঃসংস্থা মোবাইল সুরক্ষা দলে অংশ নেয়। সুরক্ষা সংস্থাগুলির সাথে শিশু সুরক্ষা উদ্বেগগুলি সনাক্ত এবং সামাধানের পাশাপাশি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সনাক্ত করা হয় যাতে তারা পর্যাপ্ত সেবা পায়।
- হাড়িয়ে যাওয়া শিশুদের নিরাপদ যাচাইকরণ এবং স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিবন্ধিত এবং পুনরায় একীভূত করা অব্যাহত রয়েছে। ৭ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত, ৯৩ জন শিশু (৫৩ জন মেয়ে এবং ৪০ জন ছেলে) তাদের কেয়ারগিভারদের সাথে পুনরায় একত্রিত হয়েছিল।
- অনেক বিচ্ছিন্ন শিশু পরিবার এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে থাকতে পছন্দ করছে যতক্ষণ না পুনঃনির্মান কাজ শেষ হচ্ছে। তবে তারা কেয়ারগিভারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে। ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত,২৪৬ টি শিশু (১২৯ টি মেয়ে এবং ১১৭ টি ছেলে) বর্ধিত-পরিবার বা কমিউনিটিতে ছিল। ২৩ টি শিশু (১২ টি মেয়ে এবং ১১ টি ছেলে) নয়টি জরুরী আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছে যারা সংশ্লিষ্ট কেয়ারগিভারদের সংস্পর্শে রয়েছে।
- শিশু এবং যত্নশীলদের জন্য পাঁচটি হেল্প ডেস্ক চালু রয়েছে পরিবারের সদস্যদের নিবন্ধন করার জন্য যারা এখনও হিসাব বহির্ভূত। হেল্প ডেস্কগুলি পরিবার ট্রেসিং এবং পুনর্মিলনপ্রচেষ্টার সাথে যুক্ত যা এখনও যত্নশীলদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি।
- কমিউনিটি-ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি শিশু সুরক্ষা ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং শিশু সুরক্ষা উদ্বেগের সাড়াদানে সহযোগিতা করার জন্য একত্রিত করা হয়েছে, সেইসাথে মনোসামাজিক সহায়তা এবং কমিউনিটি মেসেজিং প্রদানের জন্য কিশোরদের একত্রিত করাহয়েছে।
- কেইস ম্যানেজমেন্ট অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। আগুন লাগার ফলে ৭৬টি নতুন শিশু সুরক্ষা মামলা (৪৩টি মেয়ে ও ৩৩টি ছেলে) খোলা হয়েছে।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সাব-সেক্টর (জিবিভিএসএস)

- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সাড়াদানে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গা নারী এবং মেয়েদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৪,৫৩৭ ডিগনিটি/মেনস্ট্রুয়াল স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কিট বিতরণ করেছে.
- সাহায্য সংস্থাগুলি ঘরে ঘরে যেয়ে ফ্যাসিলিটি-ভিত্তিক মনোসামাজিক সহায়তা এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা এবং আগুনের জন্য রেফারেল সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে।
- ক্যাম্প ৯-এর আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে মেনস্ট্রুয়াল স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা, বাল্যবিবাহ, কোভিড-১৯ সচেতনতা এবং হটলাইন লাইন নম্বরগুলি সাথে ভাগ করা হয়েছে।

শিক্ষা সেক্টর

সেক্টর কো-অর্ডিনেটরস: শর্মিলা পিল্লাই edusector.cxb@humanitarianresponse.info
রাল্ফ জিরেভা lcfa.cxb@humanitarianresponse.info

- সেক্টরের অ্যাসেসমেন্ট অনুসারে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস হয়ে গেছে এমন ২০৭ টি লার্নিং ফ্যাসিলিটির বিবরণ দেওয়া হল:
  – ক্যাম্প ৮পূর্ব, ৮ পশ্চিম, ৯ এবং ১০এ ১৬৭ টি লার্নিং সেন্টার ধ্বংস হয়েছিল;
  – ক্যাম্প ৯ এ ১২টি লার্নিং সেন্টার নির্মাণাধীন;
  – ক্যাম্প ৮-পূর্ব এবং ৯ এ ২৮টি কমিউনিটি-ভিত্তিক লার্নিং সেন্টার ধ্বংস হয়েছে;
  – ক্যাম্প ৯-এ দুটি ক্রস-সেক্টরাল শেয়ারড লার্নিং সেন্টার ধ্বংস হয়েছিল;
  – ক্যাম্প ৮পশ্চিম, ৯ এবং ১০-এ একটি করে লার্নিং সেন্টার আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
  –
- আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত মোট ১৪,৬০২ টি শিশুর মধ্যে:
  – ১৩,৪৬২ শিশু পূর্বে ধ্বংস প্রাপ্ত লার্নিং সেন্টারে উপস্থিত ছিল;
  – ৫৬৪জন শিশু পূর্বে ধ্বংস প্রান্ত কমিউনিটি-ভিত্তিক লার্নিং ফ্যাসিলিটিতে ভর্তি ছিল; এবং
  – ৪০জন শিশু পূর্বে ধ্বংস প্রান্ত ক্রস সেক্টরা শেয়ার্ড লার্নিং ফ্যাসিলিটিতে ভর্তি ছিল ।
- সাহায্য সংস্থাগুলো শিশুদের (২১,৬০৬ জন মেয়ে এবং ২২,৪৮৭ জন ছেলে) ৪৪,০৯৩ সেট বই বিতরণকরেছে।
- মোট ২২,২৪৯ শিক্ষার্থী এবং কিশোর (১১,৩৭৪ মেয়ে এবং ১০,৮৭৫ ছেলে) মনোসামাজিক সহযোগিতা পেয়েছে।
- শিক্ষা সেক্টরের অংশীদাররা মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমিক চিকিৎসাসহ ৫১৪টি পরিবারের কাছে পৌঁছেছেন, ১৮৬ জন শিক্ষার্থীদের পিতামাতার (১১১ মহিলা এবং ৭৫ পুরুষ) কাছে পৌঁছেছেন ।

পুষ্টি সেক্টর

সেক্টর কো-অর্ডিনেটর: বাখোদির রাহিমোবনাম brahimov@unicef.org

- তিনটি অস্থায়ী সমন্বিত পুষ্টি কেন্দ্র ক্যাম্প ৯ এবং ৮ই তে চালু রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জরুরী পুষ্টি পরিষেবা সরবরাহ করে। ১৭ এপ্রিলের মধ্যে, পাঁচ বছরের কম বয়সী ১৩,৬৫৮ জন শিশু এবং গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী নারীদের কাছে ফ্রন্টলাইন কর্মীরা পুষ্টিসেবা পৌঁছে দেয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের অপুষ্টি পরীক্ষা করা হয়। ২২ মার্চ থেকে যাদের পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ২৩১ জন গুরুতর অপুষ্টিতে ভোগাশিশু, ৯৫৮ জন মাঝারি অপুষ্টিতে ভোগা শিশু এবং ২২ জন মাঝারি অপুষ্টিতে ভোগা গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচিতে ভর্তি করা হয়েছে।
- আগুন লাগার পর থেকে পুষ্টি সেক্টরে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার সরবরাহ করা হচ্ছে। যেমন-
  - ৬ থেকে ২৩মাস বয়সী শিশু, গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী মা নিয়মিত পুষ্টির সাথে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছেন;
  - পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলারা সম্পূরক খাবার পাচ্ছেন;
  - ১,৯৭৫জন স্তন্যদানকারী মায়েরা তাদের সন্তানদের পরিচর্যা করার জন্য নারীবান্ধব কেন্দ্র ব্যাবহার করতে পারছেন, যেখানে তারা তাদের এই বয়সের জরুরি পুষ্টি সহযোগিতা গুলো পেতে পারেন;
  - পাঁচ বছরের কম বয়সী ৫,৭৩৯ জন শিশু যারা সমন্বিত পুষ্টি সুবিধাগুলি পরিদর্শন করেছিল তারা প্রাথমিক শৈশবযত্ন এবং উন্নয়ন অঞ্চল ব্যবহার করেছিল, যা শিশুদের একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার এবং পুষ্টিগত সহায়তাপাওয়ার সময় গেম খেলার সুযোগ করে দেয়; এবং
  - অপুষ্টি এবং পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য পরিষ্কার এবং নিরাপদ পানীয় জলের অ্যাক্সেস সরবরাহ করা অব্যাহত রয়েছে। ৩,৫০০ বোতলেরও বেশি পানীয় জল বিতরণ করা হয়েছে।

কমিউনিকেশনস উইথ কমিউনিটিস ওয়ার্কিং গ্রুপ

কো-অর্ডিনেটর: মোঃ মাহবুবুর রহমান; cxb.cwcwg@gmail.com

- ৭ থেকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে ২,৮৭৪ টি পতিবেশি-ভিত্তিক ইন্টার-পার্সোনাল কমিউনিকেশন সেশনের মাধ্যমে ১৮,১৩০ জন লোকের কাছে পৌঁছায়। ৩৯১ টি সচেতনতার মাধ্যমে ২,৯৮১ জন লোক পৌছায়।
- অগ্নি নিরাপত্তা, গরম খাবার বিতরণ এবং স্বাস্থ্য সেবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১৫২ টি গ্রুপ লিসেনিং সেশনে ১,৪২২ জন অংশ নিয়েছিলেন। সাতটি ভিডিও স্ক্রিনিং সেশনের মাধ্যমে ৫০ জনের কাছে পৌঁছায়।
- ৮০ জন ধর্মীয় নেতাকে ইন্টার পার্সোনাল যোগাযোগ অধিবেশন এবং আগুনের ঘটনা নিয়ে অনানুষ্ঠানিক সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা হয়।
- আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্প এবং সংলগ্ন এলাকায় লাউডস্পিকার বার্তা প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে, যার মাধ্যমে ৭-১৭ এপ্রিলের মধ্যে ৪০,০০০ এরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছেছে।
- একই সময়ে ধর্মীয় নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকরা ১০৩ টি ইনফরমেশন শেয়ারিং সেশনের মাধ্যমে ৬৯৮ জন নারীর (৩৪৯ জন মেয়ে) কাছে পৌছেছে।
- ৭-১৭ এপ্রিলের মধ্যে, বাংলাদেশ বেতার ও রেডিও নাফ ৯০টি জনসেবা মূলক রেডিও ঘোষণা এবং কোভিড১৯ সম্প্রচার করেছে।
- ক্যাম্প ৯, ৮ই এবং ৮ডাব্লুতে পাঁচটি ইমার্জেন্সি ইনফরমেশন এবং এফইডব্যাক সার্ভিস সেন্টরে (ইনফোহাবস) কাজ করছে।

লজিস্টিক সেক্টর

সেক্টর কো-অর্ডিনেটর: তানিয়া রেগান; tania.regan@wfp.org

- রিপোর্টিং সময়কালে, লজিস্টিক সেক্টরের অংশীদাররা আগুনের সাড়াদানের জন্য সাতটি ট্রাক ব্যবহার করে ৯.৩৪ মেট্রিকটন ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করেছে।
- মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সাড়াদানের অংশ হিসেবে মোট ১৭১ মেট্রিকটন ত্রাণসামগ্রী পরিবহন করা হয়েছে।

জরুরী টেলিযোগাযোগ সেক্টর (ইটিএস)

সেক্টর কো-অর্ডিনেটর: হাবিব শাশতি; habib.shashati@wfp.org

- প্রয়োজন অনুযায়ী টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সহায়তার জন্য সহায়তা সংস্থাগুলির অনুরোধে সাড়া দেওয়ার জন্য ইটিএস প্রস্তুত রয়েছে। রিপোর্টিং সময়কালে আগুনের সাড়াদান সম্পর্কিত এমন কোনও অনুরোধ পাওয়া যায়নি।

জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারি অ্যাকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (জিআইএইচএ) **সহ-সভাপতি:**

মারিয়া টেরেসা ডিকো-ইয়ং
maria.young@unwomen.org
ক্রিস্টিন ফ্রিস লাউস্টসেন
laustsen@unhcr.org

- ৭-১৭ এপ্রিলের মধ্যে ক্যাম্প ৯-এ ১,০৩৯টি রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারে সম্পূরক ডিগনিটি কিট বিতরণ করা হয়। সামগ্রিক বিতরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য জেন্ডার ফিল্ড অফিসার, মানবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মী এবং ২০ জন কমিউনিটি আউটরিচ রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত ছিলেন।
- সম্পূরক ডিগনিটি কিটগুলির মধ্যে ছিল একটি আবায়া যার মধ্যে ছিল নেকাব, অন্তর্বাস, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য স্যানিটারি ন্যাপকিন, টুথব্রাশ, টুথপেস্টের একটি টিউব, দুই জোড়া স্যান্ডেল, একটি চিরুনি এবং একটি মশারি।
- জেন্ডার ফিল্ড অফিসার এবং ৩৬ জন আউটরিচ স্বেচ্ছাসেবক (২০ জন মহিলা, ১০ জন পুরুষ) ঘরে ঘরে যেয়ে মূল্যায়নের কাজ করেছেন। নারী ও মেয়েদের পরিবর্তিত চাহিদা পর্যবেক্ষণের জন্য ক্যাম্প ৯-এ পরিদর্শন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস সহজতর করার জন্য সিআইসি অফিসের সাথে সমন্বয় বজায় রাখেন।

চ্যালেঞ্জ

- বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর ক্রমবর্ধমান হার এবং লকডাউনের কারণে অগ্নিকান্ডের সাড়াদানসহ নিয়মিত মানবিক কাজ প্রভাবিত হয়েছে। সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো লকডাউনের সময় সরকারের নির্দেশনা মেনে চলছে এবং ক্যাম্পগুলিতে কেবল অপরিহার্য কাজগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোতে আগুনের উত্তেজনা এবং অস্থিরতা শরণার্থীদের, বিশেষ করে শিশুদের প্রভাবিত করেছে। সহায়তা সংস্থাগুলি শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রগুলিতে লুটপাটের কিছু ঘটনার কথাও জানিয়েছেন।
- ক্ষতিগ্রস্ত আশ্রয়স্থল এবং রাতে ক্ষতিগ্রস্ত ওয়াশ সুবিধাগুলিতে অপর্যাপ্ত আলোর কারণে পরিবারগুলি ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য ভয় পাচ্ছে বলে জানিয়েছে।
- যখন পোশাক বিতরণ চলছে, প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা, কিশোরী এবং শিশুদের জন্য পোশাক এবং অন্যান্য আইটেম সরবরাহের গ্যাপগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জেন্ডার-ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যের উপলব্ধতা বৃদ্ধি করা অংশীদারদের বিতরণের সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে; সহায়তা সংস্থাগুলি এই চাহিদাগুলি সমাধানের জন্য একসাথে কাজ করছে।
- ক্যাম্পগুলিতে দুর্বল মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজ আগুনের সাড়াদান এবং সমন্বয়কে প্রভাবিত করে চলেছে, বিশেষ করে চলমান কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কারণে সীমিত পরিসরে চলাচলের ফলে।